গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

৬ষ্ঠ বর্ষ
১ম সংখ্যা

অক্টোবর-ডিসেম্বর
২০১৬ খ্রি.

"যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে
যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না।"
— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৬ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জনের এ দিনটি নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে উদ্‌যাপন করে রক্তাক্ত সংগ্রামে বিজয়ী জাতি। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন যথাযোগ্য মর্যাদা ও কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে উদ্‌যাপন করে গৌরবময় পরম পাওয়ার এ দিনটি। সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যদিয়ে বিএইচবিএফসি, সদর দফতর কর্তৃক এ দিনটি উদ্‌যাপনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মধ্যদিয়ে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। বিএইচবিএফসি'র সকল জোনাল ও রিজিওনাল অফিস এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংগঠনসমূহও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করে। এ উপলক্ষে কর্পোরেশনের সদর দফতর ভবন বর্ণিল আলোকসজ্জায় সাজানো হয়।

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিদার মো. আবদুর রব। কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক ড. দৌলতুন্নাহার খানম, মো. আমিন উদ্দিন ও মো. জাহিদুল হক এসময় উপস্থিত ছিলেন। কর্তৃপক্ষের এ শ্রদ্ধানিবেদন অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগীয় প্রধান; ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং সাভারস্থ জোনাল অফিসসমূহের ম্যানেজারবৃন্দ এবং এসব অফিসের সর্বস্তরের বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

বিএইচবিএফসি অফিসার কল্যাণ সমিতি, বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা পরিষদ বিএইচবিএফসি ইউনিট এবং কর্মচারী সংগঠনের পক্ষথেকেও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়। বিএইচবিএফসি'র সকল জোনাল ও রিজিওনাল অফিসও আলাদাভাবে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করে।

গোলামীর বৃত্তে বন্দি বাঙালীর
অপরিমেয় রক্ত-অশ্রু-ঘাম
মিশেছিল এদেশের কাদা-মাটি-জলে
গুমরে কেঁদেছে বহু বীরত্বের সংগ্রাম।

যুগান্তরের সে দ্রোহ-ক্ষোভ-পৌরুষ
তুলে এনে জাদুকরী ক্ষমতায়
সত্ত্বার রন্দ্রমূলে মুক্তির মন্ত্র দুর্নিবার
দ্রবীভূত করেছ তুমি অদ্ভুত মমতায়।

ধমনীর রক্ত-প্রিয়তম প্রাণ-সম্ভ্রম
অকাতরে উজাড় করে
চূড়ান্ত যুদ্ধ জয়!
১৬ ডিসেম্বর-বাংলার মানচিত্র
-একটি ইতিহাস
তোমারই সৌজন্যে সব;
অন্যকারো নয়।

মহান বিজয় দিবসে জাতির জনকের
স্মৃতির প্রতি

বিএইচবিএফসি'র শ্রদ্ধাঞ্জলি

ব্যাংকিং-এ নৈতিকতা

– শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ

ব্যাংকিং একটি ব্যবসা, একটি সেবাও বটে। সেবার মান সমুন্নত রাখতে গেলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে। সংগে সংগে মানবিক দিকটাও মনে রাখতে হবে। প্রত্যেক ব্যবসার অন্যতম মূলধন হলো বিশ্বাস এবং আস্থা। ব্যাংকিং ব্যবসায় আস্থা এবং বিশ্বাস সবচেয়ে বেশি জরুরী। এরই উপর ভিত্তিকরে ব্যাংকিং ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আগেকার দিনে মানুষ তার মূল্যবান সম্পদ, বিশেষ করে সোনা-দানা এবং অলংকারাদী মন্দির কিংবা গীর্জায় গচ্ছিত রাখত। কিন্তু কালক্রমে মন্দির বা গীর্জার প্রধানদের যোগসাজসে কিংবা বহি:শত্রুর আক্রমণে মন্দির বা গীর্জাগুলো লুণ্ঠিত হতে থাকে। তখন থেকে মানুষ তার সম্পদের জন্য নির্ভরযোগ্য নিরাপদ জায়গার সন্ধানে উঠে-পড়ে লাগে। ফলশ্রুতিতে, মানুষ ব্যাংক নামক প্রতিষ্ঠানের চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। এরই আধুনিক সংস্করণ ব্যবস্থা হলো লকার সিস্টেম। কিন্তু ব্যাংক শুধু অপরের ধনরত্ন সামান্য ফি-এর বিনিময়ে রাখা ছাড়াও অন্যান্য বাণিজ্যিক কার্যক্রম করে থাকে। এর উপর বর্তমান ব্যাংকিং সেবায় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলী নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে আস্থার বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে। দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যে দুই বা তিনটি ব্যক্তি/সংস্থা জড়িত থাকে, সেখানেও আস্থার বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষনীয়। শুধু তাই নয়, আন্ত:দেশীয় ব্যবসার ক্ষেত্রেও আস্থার ব্যাপারটি বিশেষভাবে গুরুত্ব বহন করে। যদিও এই ব্যবসার বিনিময়ে বা পণ্যের মূল্য সঠিকভাবে পাওয়ার নিশ্চয়তা হিসেবে Letter of Credit (LC)-এর প্রচলন হয়েছে। সেখানে শুধু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বা তার ব্যাংকের Credential-এর উপর নির্ভরশীল। এমনকি, তুলনামূলকভাবে কম Credential সম্পন্ন ব্যাংকগুলিকে LC-এর ক্ষেত্রে ঐ দেশের একটি বড় বাণিজ্যিক ব্যাংকের Credential ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস অর্জনের জন্য ব্যক্তিই ছিল মূল Focal Point. ঐ ব্যক্তি এবং সহচরদের নিয়ে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠত এবং যাকে জনগণ বিশ্বাস করত, সেই প্রতিষ্ঠানই ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু করত। এই নবগঠিত বা নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আইন, বিধি-বিধান এবং অনুসরণীয় গাইড-লাইনসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা যথাযথভাবে মেনে চলত। পরবর্তীকালে এ সমস্ত সংস্থাগুলিকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদারকি করত। সুতরাং ব্যাংকিং-এর সংগে সম্পৃক্ত যতগুলি কার্যাবলী আছে তার ভিত্তি হলো চরিত্রবান ব্যক্তি এবং তার উপরে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস।

অতি লোভ এবং তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়ার প্রবণতা আস্তে আস্তে ব্যাংকারদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাই ১৯৭২ সালের দিকে ব্যাংক ম্যানেজারদের যদিও কোন ব্যবসায়িক ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই ফলে তারা ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব খাটানোর/প্রকাশ করার মানসে বা প্রবণতায় অনৈতিকভাবে পার্টিকে Over draft দিয়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সমঝোতার ভিত্তিতে কিছু Benefit নেওয়ার চেষ্টা করে। এ অসাধুতা নৈতিকতার মূলে কুঠারঘাত করে। আগের দিনে ব্যাংকে অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর লেখাপড়া ছাড়াও তার Femily Background বিশেষভাবে দেখা হতো। বিশেষকরে, পারিবারিকভাবে প্রতিষ্ঠিত চরিত্রবান ব্যক্তিদের ব্যাংকিং পেশায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হতো।

অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে নিজ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সংস্থার/প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত Rules and Regulations বা নীতি মেনে কার্যনির্বাহ করাটাই নৈতিকতা। একসময় নৈতিকতা বিবর্জিত কোন কাজ ব্যাংকারদের দ্বারা সংঘটিত হওয়াটা দুরুহ ব্যাপার ছিল। ব্যাংকাররা সবসময় Trustworthy Person হিসেবেই সর্বত্র বিবেচিত হতেন। কালক্রমে যাচাই বাছাইয়ের প্রকৃতি বদলে গেছে। শুধুমাত্র লেখাপড়ার উপর ভিত্তিকরে নিয়োগ দেয়ার ফলে কিছুটা প্রলোভন তাদের মধ্যে কাজ করে। এটাই পরবর্তীতে বিশ্বাস এবং আস্থার ভিত্তি দুর্বল করে দেয়। এ যাবৎ ব্যাংকিং খাতে যত অনিয়ম হয়েছে, তার মূলে রয়েছে ব্যক্তিক দুর্বলতা এবং Rules and Regulations -এর Violation বা লংঘন। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যাংক অফিসারদের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক বিষয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মুষ্টিমেয় দুই-একটি ব্যাংক-এ কর্মকর্তাগণের Foundation Course শুরু করার পূর্বেই Rules and Regulations সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এবং সম্পৃক্তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হতো। নৈতিক চরিত্রের বিষয়টিও এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এর অভাবে সুস্থ ব্যাংকিং ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে না। নৈতিকতার বড় মাপকাঠি হলো : অনিয়মতান্ত্রিক কোন কাজে নিজ বিবেকের দংশন হয় কিনা। এ জন্য পারিবারিক ঐতিহ্য এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশেষভাবে ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং একজন ব্যাংকারকে কলুষমুক্ত হতে হলে তার পক্ষে সবধরণের অনুষ্ঠানে যোগদান করা সমীচীন নয়। নৈতিকতা জোর করে চাপানো যায় না। এটা মানুষের বিবেকপ্রসূত বিবেচনার উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে এই বিবেকপ্রসূত চিন্তাধারা অনেকসময় ব্যাহত হয়। তাই সুনীতির চিন্তাকে সমুজ্জ্বল করার জন্য নৈতিক মূল্যবোধ বিষয়ে আলোচনা এবং প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সৎ, শিক্ষিত, অভিজ্ঞ, দক্ষ ও প্রথিতযশা যেসমস্ত ব্যাংকার আমাদের দেশে ছিলেন এবং এখনও আছেন তাঁদের জীবন দর্শন, কার্যাবলী এবং উপদেশাবলী বিশেষভাবে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। নৈতিকতাবিরোধী কার্যকলাপের জন্য ব্যাংকারদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে ভবিষ্যতে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নৈতিকতাবিরোধী কাজ করতে সাহস পাবেন না। জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে Recruitment Policy-এর আওতায় নৈতিকতার আলোকে আলোকিত ব্যক্তিকে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এছাড়াও, যদি কোন ব্যক্তি অনৈতিক কাজ করে, ACR -এ তার Reflection থাকতে হবে যাতে Promotion -এর ক্ষেত্রে পরবর্তীতে ঐ Reflection কার্যকর করা যায়। তবে, ACR প্রদানকারী ব্যক্তির নৈতিকতার বিষয়েও নিশ্চিত হতে হবে। কাউন্টার সাইনকারী ব্যক্তির Knowledge -এ থাকতে হবে এসিআর প্রদানকারীর নীতি-আদর্শের বিষয়টি। ACR যদিও Promotion-এর ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক ধাপ, তবুও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ যেন সঠিক সিদ্ধান্ত ব্যাহত না করে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

সময়সাময়িককালে একই অর্থনৈতিক অবস্থায় কিংবা জীবনযাত্রা নির্বাহে দেশের ব্যাংকিং খাতে জনবল নিয়োগ-এ, বিশেষকরে শীর্ষ পদগুলোতে, বৈষম্যমূলক বেতন কাঠামো (Salary Structure) অনুসরণে জনবল নিয়োগ করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সৎ, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নৈতিকতাসমৃদ্ধ লোকবল বা মানবসম্পদ ধরে রাখা কিংবা নিয়োগ করার ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা/ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত মুষ্টিমেয় কিছু লোক কর্তৃক কলুষিত হওয়ার কারণে, ব্যাংকের উপর জনসাধারণের ভক্তিতে কিছুটা ভাটা পড়েছে। তবে, জনগণের আস্থা এখনও সম্পূর্ণরূপে উঠে যায়নি। তাই, রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যাংকগুলিতে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ সত্ত্বেও এসব ব্যাংকে আমানতের পরিমাণ কমেনি।

যারা উদীয়মান ব্যাংকার আছেন, তাদেরকে সঠিকভাবে শুদ্ধি অভিযান চালানো একান্ত জরুরী। এ লক্ষে সরকারের নির্দেশনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এজন্য আদর্শবান ব্যাংকারদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নৈতিকতা বজায় রাখার লক্ষে প্রণোদনা দেয়া জরুরী। লক্ষ্য করা গেছে, জানামতে এ পর্যন্ত কোন ব্যাংকার সরকার প্রদত্ত কোনও 'পদক' কেউ পাননি। প্রণোদনা হিসেবে প্রকৃত ব্যাংকারদের বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া, পদক দেয়া এবং উপযুক্ত স্থানে পদায়ন করাও দরকার। আমাদের ধারণা, প্রতিবছর ব্যাংকিং খাতে অবদান রাখার জন্য সৎ, দক্ষ এবং পরিশ্রমী ব্যাংকারদেরকে গভর্ণর-এর পদক প্রবর্তন করা দরকার।

দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ব্যাংকিং খাতে বেশকিছু সংস্কার করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধনে আকাঙ্খার পূর্ণ বহি:প্রকাশ হয় নাই। দুই-একটি ঘটনায় ব্যাংক ব্যবস্থাপনার উপর কিছু অপছায়া পড়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সরকারের সময়োপযোগী এবং দৃঢ় পদক্ষেপে তা অপসারিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, ব্যাংকের উপর জনগণের পূর্ণ আস্থা অটুট রয়েছে। ব্যাংকিং সেক্টরে নৈতিকতা বিষয়ে উল্লেখিত ধারণা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সঞ্চারিত হলে এবং প্রাবল্য লাভ করলে, আশা করা যায়, ব্যাংকিং খাতে উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গ্রহণযোগ্য ও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

গ্রন্থিত প্রবন্ধটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'পাক্ষিক বাণিজ্যের হালচাল' পত্রিকার ৩য় বর্ষ ৫ম (১৬-৩১ ডিসেম্বর ২০১৬) ও ৬ষ্ঠ (০১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

লেখক :
পরিচালনা পর্ষদ চেয়ারম্যান, বিএইচবিএফসি

খুলনায় নিজস্ব জমিতে হবে আবাসিক প্রকল্প

বিভাগীয় শহর খুলনার বয়রাস্থ বিএইবিএফসি'র নিজস্ব জমিতে আবাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। গত ১৩ অক্টোবর প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ এ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এসময় কর্পোরেশনের জোনাল অফিস, খুলনার ব্যবস্থাপক (উপ-মহাব্যবস্থাপক) মো. শহিদুজ্জামান, প্রতিষ্ঠানের সংস্থাপন ও সাধারণ সেবা বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক নিতাই চন্দ্র সাহা, জনসংযোগ কর্মকর্তা জেড এম হাফিজুর রহমান, খুলনা অফিসের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. রুহুল আমীনসহ এ অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা -কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, খুলনা শহরের বয়রা আবাসিক এলাকার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে জোনাল অফিসটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য ৪০ কাঠার একটি প্লট দীর্ঘকাল যাবৎ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। যথাযথ উদ্যোগের অভাবে পড়ে থাকা এ প্লটটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়টি বর্তমান কর্তৃপক্ষের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্লটটিতে পরিকল্পিত আবাসিক প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা চিন্তা করা হয়।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কন্যার আবাসন উন্নয়ন প্রয়াশ

– মো. বদিউজ্জামান

বাঙালি জাতির প্রাণপ্রিয় স্বপ্নটির নাম স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। এদেশের মানুষের এ স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল একজন মহান নেতার হাত ধরে। তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের ছবি এঁকেছেন তুলনাহীন দক্ষতায়। এরপর স্বপ্ন দেখেন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলার হীরন্ময় ভবিষ্যৎ।

নেতাকে হত্যা করা যায়, কিন্তু তাঁর স্বপ্নকে নয়। আর স্বপ্নবান মহান নেতার রক্তের ধারা তো পিতার স্বপ্নেই স্বপ্নবান। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের জন্য পিতার রেখে যাওয়া স্বপ্নের লালনকারী। যেন সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃতি মনোনীত অবিভাবক তিনি। তিনিই তো দেখতে পারেন ক্ষুধা ও দরিদ্রমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন। উন্নয়নের রূপকল্প ভিশন-২০২১ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের দৃঢ়তা বঙ্গবন্ধু কন্যাকেই তো মানায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ ব-দ্বীপ অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান। ঝড়-জলোচ্ছ্বাস-বন্যায় জান-মালের সীমাহীন ক্ষয়-ক্ষতি যেন নিয়মিত নিয়তি। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বিধ্বস্ত গৃহ-অবকাঠামো। তাই স্বাধীনতার পর দ্রুততর সময়ের মধ্যে জাতির জনক হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন পুনর্গঠন করেন। এর মধ্যদিয়ে দেশকে পাকা ঘর-বাড়ি ও ইমারতে সাজানোর ভিত্তি তৈরি হয়। পিতার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানটির পরিচর্যার দায়িত্ব নিয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে সবার জন্য উন্নত আবাসন নিশ্চিত করতে চান।

বিগত প্রায় ৪৫ বছর ধরে বিএইচবিএফসি দেশব্যাপী বাড়ি নির্মাণে ঋণ সহায়তা দিয়ে চলেছে। প্রতিষ্ঠানটির ঋণে সারাদেশে নির্মিত হয়েছে প্রায় দুই লক্ষ গৃহ ইউনিট। এর ফলে উন্নত ও সম্মানজনক বাসস্থান নিশ্চিত হয়েছে অন্ততঃ ১৫ লক্ষ মানুষের। দিনে দিনে বাংলাদেশে শহরায়নের অন্যতম সহায়ক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে বিএইচবিএফসি। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে অনবদ্য ভূমিকাসহ দেশে নির্মাণ শিল্প ও নির্মাণ উপকরণ উৎপাদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন করে দিয়েছে বিএইচবিএফসি। বিএইবিএফসি'র পুনর্গঠন করেছিলেন জাতির জনক। বর্তমানে তাঁকে লালন করেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা।

নিরাপদ বাসস্থান মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলির অন্যতম। সবার জন্য উন্নত বাসস্থান ভিশন-২০২১-এর বাইরে নয়। মানুষের তৃতীয়তম মৌলিক এ চাহিদাটি পূরণ করতে বিএইচবিএফসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির নিরন্তর চেষ্টা করছে সরকার। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সময়কালে দেশের বিভিন্ন স্থানে এ প্রতিষ্ঠানটির নতুন অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ৪টি। এত অল্প সময়কালে বিএইচবিএফসি'র এত বেশিসংখ্যক অফিস ইতোপূর্বে কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বর্তমানে ১টি ক্যাম্প-অফিসসহ মোট ৩০টি মাঠ-অফিস থেকে অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শীঘ্রই দেশের প্রতিটি জেলায় প্রতিষ্ঠানটির অফিস স্থাপনেও সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে।

সারাদেশে বিএইচবিএফসি'র গৃহঋণের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। এর বিপরীতে প্রতিষ্ঠানটির ঋণযোগ্য তহবিল অতিঅল্প। পুনর্গঠনকালে বিএইচবিএফসিকে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক অনুমোদিত ১১০ কোটি টাকার মূলধন বর্তমানে যথেষ্ট নয়। এ কারণে বর্তমান সরকার ২০১৬ সালেও কর্পোরেশনকে ৫০০ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা (তিন কিস্তিতে প্রদেয়) প্রদান করে।

বর্তমান সরকারের সময়কালে ১৬ কোটি মানুষের এ দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। বাড়ি-ঘর নির্মাণে চাষযোগ্য জমির ক্ষতি করে এ অর্জন ও ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

কৃষি জমির ক্ষতি না করেই সবার জন্য উন্নত বাসস্থান নিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর এ ভিশন অনুযায়ী বিএইচবিএফসি দেশে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত বহুতল কমিউনিটি আবাসন গড়ে তোলার লক্ষে কাজ করছে। হাতে নেয়া হয়েছে কর্পোরেশনের পল্লী গৃহায়ণ কর্মসূচি। সরকারের সহযোগিতায় এ প্রকল্পে ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের প্রায় ১ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণ সহায়তা প্রস্তাব সফল হতে চলেছে। এ প্রকল্পের মধ্যদিয়ে গ্রামীণ এলাকায় ভূমি-সাশ্রয়ী উর্ধ্বমুখী বহুতল আবাসনের একটি রোল মডেল তৈরি হবে।

২০১৩ সালের ১৯ জানুয়ারি গোপালগঞ্জে বিএইচবিএফসি'র রিজিওনাল অফিস উদ্বোধন করা হয়। এ অফিস উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অপেক্ষাকৃত ছোট শহর ও মফস্বলে বিএইচবিএফসি'র ঋণ আরো বৃদ্ধির আহ্বান জানান। তাঁর এ আহ্বানে কর্পোরেশনের ঋণ বিতরণে সূচিত হয়েছে নতুন মাত্রা। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেগাসিটি অপেক্ষা এ দুটি শহরের বাইরে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ এখন বেশি। বর্তমানে বড় বড় শহরের বাইরে একই জমিতে বহু পরিবারের বাসযোগ্য বহুতল ভবন নির্মাণকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির দুনিয়ায় বাংলাদেশ আজ পিছিয়ে থাকা কোন দেশ নয়। বাংলাদেশের মানুষের জীবন আর ডিজিটাল প্রযুক্তি এখন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিএইচবিএফসি ইতোমধ্যে বেশকয়েকটি সেবা ডিজিটাল প্রযুক্তিতে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছে। বিএইচবিএফসি লোন ক্যালকুলেটর-এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান, অনলাইনে ঋণের আবেদন গ্রহণ এবং অনলাইনে হিসাবের তথ্য দেয়ার মাধ্যমে কর্পোরেশনের বহু সেবা এখন মানুষের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

জনবান্ধব বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সরকার বিএইচবিএফসি'র জন্য প্রতিষ্ঠান-বান্ধব সরকার হিসেবে প্রমাণিত। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে সরকারের আন্তরিক সহযোগিতা। ফলে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায় ও সেবামূলক প্রতিটি কাজে অর্জন অতীতের যে কোন সময়ের অর্জনকে ছাড়িয়ে গেছে। ঋণ মঞ্জুরী, ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায় এবং মুনাফা অর্জনের মতো প্রতিটি সূচকে অর্জিত হচ্ছে উত্তরোত্তর অগ্রগতি। গত পাঁচ বছরে প্রতিষ্ঠানটি বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১,৬৪১.০৫ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী ৫ বছরে এর পরিমাণ ছিল ৯৬৩.৬৫ কোটি টাকা। গত ৫ বছরে অর্জিত মুনাফা ৮৪৭.৫৬ কোটি টাকা। পূর্ববতী ৫ বছরে এর পরিমাণ ছিল ৬৬৬.০৪ কোটি টাকা।

শতভাগ ব্যবসায়িক উদ্দেশে আবাসন খাতে ঋণ দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নত শহরগুলিতেই সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে বিএইচবিএফসি সারাদেশের প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য জাতির জনকের প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকেও উপজেলা পর্যায়ে বিপুল অংকের গৃহঋণ দিয়ে মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের হৃদয় জয়কারী প্রতিষ্ঠান বিএইচবিএফসি। সকল মানুষের জন্য পরিকল্পিত ও উন্নত আবাসন শেখ হাসিনা সরকারের উন্নত বাংলাদেশের অন্যতম স্বপ্ন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিএইচবিএফসি এখন সাধারণ মানুষের আরো বেশি কাছাকাছি।

লেখক :
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বিএইচবিএফসি

বাঁ থেকে ডানে : ড. দৌলতুন্নাহার খানম, শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ দিদা মো. আবদুর রব ও মো. জাহিদুল হক

সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়

'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

গত ১৮ থেকে ১৯ ডিসেম্বর করপোরেশনের সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২দিন ব্যাপী 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে ১৮ ডিসেম্বর পূর্বাহ্নে কোর্সটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিদার মো. আবদুর রব। মহাবিভাগ-১ এর মহাব্যবস্থাপক ড. দৌলতুন্নাহার খানম - এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহাবিভাগ-৩ এর মহাব্যবস্থাপক মো. জাহিদুল হকসহ সকল বিভাগীয় প্রধান : উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি সেবা প্রধানে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শুদ্ধতা অর্জনের বিষয়েও সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচি রয়েছে। সরকারি চাকুরিজীবীদের আত্মিক শুদ্ধতা অর্জনের মধ্যদিয়ে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়' বাস্তবায়নে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনার জন্য বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উল্লেখ্য, বিএইচবিএফসি এ যাবত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে মোট ৯টি অভ্যন্তরীণ কোর্সের আয়োজন করে। এর মধ্যদিয়ে এযাবত ২৩৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে (মোট জনবলের ৪৬.৫১ শতাংশ) এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আয়োজিত দুইদিনের এ কোর্সটিতে মোট ৯টি সেশন রয়েছে। এর মধ্যে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক এবং উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষক হিসেবে ৭টি সেশনে ক্লাস নেন। অপর ২টি সেশনে অতিথি প্রশিক্ষক/বক্তা হিসেবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং দুনীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল অফিসার ও সমমানের মোট ২৪ জন কর্মকর্তা এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নেন। ১৯ ডিসেম্বর অপরাহ্নে কোর্সটির সনদপত্র বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় মহাব্যবস্থাপকদের সাথে নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক : দিদার মো. আবদুর রব

বিএইচবিএফসি-তে যোগদান : ২৭ নভেম্বর-২০১৬
শেষ কর্মদিবস : ২৯ ডিসেম্বর-২০১৬

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিদার মো. আবদুর রব গত ২৭ নভেম্বর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। এর আগে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে জনাব রবকে এ পদে পদোন্নাতি দিয়ে বিএইচবিএফসিতে পদায়ন করা হয়। এদিনই তিনি কর্পোরেশনের এমডি পদে যোগদান করেন। সোনালী ব্যাংকে ডিএমডি থাকাকালে তিনি প্রায়, তিন মাস যাবৎ ব্যাংকটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ডিসেম্বর-২০১৬ মাসের শেষ নাগাদ বিশিষ্ট এ ব্যাংকারের অবসর শুরুর পূর্ব পর্যন্ত বিএইচবিএফসিতে তিনি মাত্র ২২ কর্মদিবস দায়িত্ব পালনের সুযোগ পান।

দিদার মো. আবদুর রব -এর জন্ম নোয়াখালী জেলার সুধারাম উপজেলার হুগলী গ্রামে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ব্যাংকার হিসেবে চাকুরী জীবনের শুরু ১৯৮৩ সালের ৮ জুন। তিনি তৎকালীন সোনালী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার পদে যোগদান করেন এবং সুদীর্ঘ ৩৩ বছরেরও অধিককাল অত্যন্ত সুনামের সাথে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব রব প্রায় সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন পদক, পুরস্কার ও প্রশংসা লাভ করেন। সফল ব্যাংকার হিসেবেও তিনি সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের পুরস্কার ও প্রশংসা অর্জন করেন।

বর্ণাঢ্য ব্যাংকিং ক্যারিয়ারে দিদার মো. আবদুর রব দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণ করেন। যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব রব Indo-Bangla Joint Business council (IBIBC)-এর আওতায় Banking sub Group (BSG) এর একাধিক সভায় দেশের সকল ব্যাংকের পক্ষে বাংলাদেশ টিমের গ্রুপ লিডার হিসেবে ২ বছর দায়িত্ব পালন করেন।

বিএইচবিএফসিতে যোগদানের পর কর্পোরেশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন সংগঠন দিদার মো. আবদুর রব-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠানে বরণ করে নেন।

অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) -এ গমণ

নাম ঃ জনাব গাজী বেলায়েত হোসেন (মুক্তিযোদ্ধা)
পদবী ঃ প্রিন্সিপাল অফিসার
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ জোনাল অফিস, জোন -২, ঢাকা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ৮ ডিসেম্বর-২০১৬খ্রি.

নাম ঃ জনাব শেক আব্দুল মোতালেব
পদবী ঃ প্রিন্সিপাল অফিসার
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ রিজিওনাল অফিস, ফরিদপুর
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ১৯ ডিসেম্বর-২০১৬খ্রি.

নাম ঃ জনাব মো. ছাইদুর রহমান
পদবী ঃ প্রিন্সিপাল অফিসার
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ জোনাল অফিস, জোন-৪, ঢাকা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ২১ ডিসেম্বর-২০১৬খ্রি.

নাম ঃ জনাব মো. আজিজুর রহমান (মুক্তিযোদ্ধা)
পদবী ঃ সিনিয়র অফিসার
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ জোনাল অফিস, জোন-১, ঢাকা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ১ নভেম্বর-২০১৬খ্রি.

নাম ঃ জনাব মো. আবুল কালাম
পদবী ঃ অফিস সহায়ক
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ জোনাল অফিস, জোন-১, ঢাকা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ২৮ ডিসেম্বর-২০১৬ খ্রি.

নাম ঃ জনাব মো. আব্দুল মান্নান ভূঁয়া
পদবী ঃ গাড়ীচালক
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ ইসিএস বিভাগ, সদর দফতর, ঢাকা
সর্বশেষ কর্মদিবস ঃ ২৯ ডিসেম্বর-২০১৬ খ্রি.

নাম ঃ জনাব সন্তোষ কুমার
পদবী ঃ পরিচ্ছন্নতা কর্মী
সর্বশেষ কর্মস্থল ঃ জোনাল অফিস, জোন-৯, খুলনা
পিআরএল শুরুর তারিখ ঃ ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রি.

অর্থবছরের প্রথমার্ধ

ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের তথ্যচিত্র

ঋণ বিতরণে সেরা–
জোনাল অফিস,
জোন-৯, খুলনা

রিজিওনাল অফিস,
পাবনা

অশ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে সেরা–
জোনাল অফিস, জোন-৫
ঢাকা

রিজিওনাল অফিস,
যশোর

শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে সেরা–
জোনাল অফিস, জোন-১১
সিলেট
রিজিওনাল অফিস,
বগুড়া

মুনাফা অর্জনে সেরা–
জোনাল অফিস
জোন-৪, ঢাকা

রিজিওনাল অফিস,
নোয়াখালী

ঋণ বিতরণ রেশিও–
ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি
৪২.১১%

ঢাকা ও চট্টগ্রামের বাহিরে
৫৭.৮৯%

১ জুলাই থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধ ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। সরকারের বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএইচবিএফসি তার ২৯টি মাঠ-পর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে এ ছয় মাসেও যথারীতি দৈনন্দিন কর্মকান্ডে পরিচালনা করে এসেছে। এ সময়কালে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ঋণ মঞ্জুরী

২০১৬ -২০১৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধে কর্পোরেশনের ঋণ মঞ্জুরীর লক্ষমাত্রা ছিল ১৭৫ কোটি টাকা। ২৯টি অফিসের প্রত্যেকটির জন্য আলাদাভাবে নির্ধারিত লক্ষের যোগফল এটি। ১৪টি জোনাল অফিসের জন্য ঋণ মঞ্জুরীর লক্ষমাত্রা ছিল ১৩৬.৫০ কোটি টাকা। পক্ষান্তরের ১৫টি রিজিওনাল অফিসের জন্য এ লক্ষমাত্রা ছিল ৩৮.৫০ কোটি টাকা। জোনাল অফিসগুলো নির্ধারিত লক্ষ্যের ৬৮.৬২ শতাংশ অর্জন করতে পেরেছে। সামগ্রিক হিসাবে এ সময়ে মোট মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ ১২৬.৩৫ কোটি টাকা। সে হিসাবে লক্ষ অর্জনে সাফল্যের হার ৭২.২০ শতাংশ।

ঋণ বিতরণ

কর্পোরেশনের ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অর্থবছরে মঞ্জুরীকৃত অর্থ অনিবার্যভাবে পরবর্তী অর্থবছরের বিতরণ প্রক্রিয়া ও হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হয়। এ বাস্তবতা বিবেচনায় রেখেই বিতরণের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ফলে, ঋণ বিতরণের লক্ষমাত্রা বা প্রকৃত বিতরণ কখনো মঞ্জুরীর লক্ষমাত্রার অধিক হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

চলতি অর্থবছরের ১ম ৬মাসে কর্পোরেশনের ঋণ বিতরণের লক্ষমাত্রা ছিল ১৫০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে ১১৮.০৬ কোটি টাকা। লক্ষমাত্রার বিপরীতে ঋণ বিতরণে অর্জনের হার ৭৮.৭১ শতাংশ। উল্লেখ্য এককভাবে ঋণ বিতরণের সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনকারী জোনাল অফিস জোন-৯, খুলনা এবং রিজিওনাল অফিস পাবনা। এ দু'টি অফিস লক্ষমাত্রার যথাক্রমে-৬৪.৫৫ ও ৭৯.৮৩ শতাংশ অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

ঋণ আদায়

অশ্রেণীকৃতঃ অর্থবছরের শুরুতে কর্পোরেশনের অশ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৫২.৩৯ কোটি টাকা। অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনাকারী অফিসসমূহের জন্য ৬ মাসে এ অর্থ হতে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২২৬.২০কোটি টাকা। লক্ষ্যের বিপরীতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আদায় হয়েছে ২২৬.৭৫ কোটি টাকা। সামগ্রিকভাবে আদায় লক্ষমাত্রার বিপরীতে অর্জনে সাফল্য ১০০.২৪ শতাংশ। অফিসভিত্তিক বিবেচনায় অশ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে সেরা জোনাল ও রিজিওনাল অফিস যথাক্রমে জা.অ. জোন-৫, ঢাকা ও রিজিওনাল অফিস, যশোর । এ দুটি অফিস লক্ষমাত্রার যথাক্রমে ১২০.২৬ ও ১১৭.৯৯ শতাংশ অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

শ্রেণীকৃত ঋণ ঃ কর্পোরেশনের শ্রেণীকৃত ঋণ মোট আদায়যোগ্য টাকার ৬.৯৭ শতাংশ। পরিমাণ ১৩০.৮৭ কোটি টাকা। এ অর্থের পুরোটাই আদায়ের লক্ষ সামনে রেখে প্রচলিত আদায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মোট ২ টি রিজিওনাল অফিসের ক্ষেত্রে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের কোনও লক্ষমাত্রা নেই। কারণ এসব অফিসের হিসাবে কোনও শ্রেণীকৃত ঋণ নাই। শ্রেণীকৃত ঋণ রয়েছে এমন অফিসের সংখ্যা মোট ২৭ টি। শতকরা হিসেবে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে সেরা সাফল্য জোনাল অফিস, সিলেট ও রিজিওনাল অফিস, বগুড়া এর। এদুটি অফিসের শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ে সাফল্য যথাক্রমে ৭৯.২৫ ও ৬৪.০০ শতাংশ। সামগ্রিক বিচারে গত ছয় মাসে শ্রেণীকৃত ঋণ থেকে মোট আদায় ২১.৩৮ কোটি টাকা যা লক্ষের ৩২.৬৭ শতাংশ।

মুনাফা অর্জন

ব্যবসায়িক বিবেচনায় বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন সবসময়ই একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। বরাবরই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুনাফা অর্জন করে থাকে এ প্রতিষ্ঠানটি। এ মুনাফা অর্জনের প্রেক্ষিতে সরকারি কোষাগারে রাজস্ব প্রদানেও সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের অন্যতম বিএইচবিএফসি। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত (সাময়িক) হিসাব অনুযায়ী মুনাফা অর্জিত হয়েছে ৮৫.৫৬ কোটি টাকা। অফিসভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করেছে জোনাল অফিস জোন-৪, ঢাকা ও রিজিওনাল অফিস নোয়াখালী।

প্রদত্ত ঋণের প্রকৃতি

চলতি অর্থবছরের ১ম ৬ মাসে বিতরণকৃত (টাকা ১১৮.০৬ কোটি) ঋণের প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, শতকরা ৪২.১১ শতাংশ অর্থ পাচ্ছেন ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত এলাকার মানুষ। অবশিষ্ট ৫৭.৮৯ শতাংশ গৃহঋণ পাচ্ছেন দেশের সর্ববৃহৎ এ দুটি শহরের মানুষ। সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠানটির ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণে তুলনামূলক সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে অগ্রাধিকার প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ঋণ প্রবাহে এ গতিপরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

ডান থেকে বাঁয়ে–

- সুধাংশু শেখর বিশ্বাস
- মো. জালাল উদ্দিন
- মো. আমিন উদ্দিন
- ড. সৈয়দ মোহাম্মাদ মোয়াজ্জাম হোসেন

মাঝে : শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ

বাঁ থেকে ডানে–

- দিদার মো. আবদুর রব
- আকতার-উজ-জামান
- শামস্ আল-মুজাহিদ
- ড. দৌলতুন্নাহার খানম

পর্ষদের ৪৪৩-তম সভা ঃ

অর্থবছরের ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের মূল্যায়ন

গত ২৮ ডিসেম্বর অপরাহ্নে কর্পোরেশনের সদর দফতরস্থ পর্ষদ সভাকক্ষে বিএইবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের ৪৪৩-তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্ষদ চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পর্ষদের অন্যতম পরিচালক দিদার মো. আবদুর রবসহ অন্য চারজন পরিচালক : যথাক্রমে সুধাংশু শেখর বিশ্বাস, মো. আকতার-উজ-জামান, মো. জালাল উদ্দিন ও শামস্ আল-মুজাহিদ সভায় উপস্থিত ছিলেন। পর্ষদের অনুমোদনক্রমে পর্ষদকে সহায়তা প্রদানের জন্য কর্পোরেশনের তিন মহাব্যবস্থাপকও সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপ-মহাব্যবস্থাপক ড. সৈয়দ মোহাম্মাদ মোয়াজ্জাম হোসেন সভায় সাচিবিক দায়িত্ব পালন করেন।

সভায় চলতি অর্থবছরে কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক কর্মকান্ড, লক্ষ ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বিষয়াবলীসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করতঃ সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৫মাসে ঋণ আদায় ও খরিদা বাড়ি বিক্রয়, অফিসওয়ারী ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ, বিভিন্ন কারণে ঋণের আবেদন বাতিল, বিচারধীন মামলা, মামলা নিষ্পত্তি এবং দলিলপত্র ফেরৎ (সমস্যাযুক্ত)-এ লক্ষ অর্জন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কর্পোরেশন সদর দফতরের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ থেকে সংগৃহীত তথ্য মতে বাৎসরিক মোট ৫৮৩.২৬ কোটি টাকা আদায় লক্ষমাত্রার বিপরীতে প্রতিষ্ঠানটি নভেম্বর-২০১৬ পর্যন্ত ১৯৮.০৫ কোটি টাকা আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। অর্জন ৩৩.৯৬ শতাংশ। ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে বার্ষিক ৩৫০ কোটি টাকার লক্ষমাত্রার বিপরীতে ইতোমধ্যে ৯৫.০৮ কোটি টাকা মঞ্জুর এবং প্রায় ১০০ কোটি টাকা মঞ্জুরীর জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। মঞ্জুরীপ্রাপ্ত বা মঞ্জুরীর জন্য অপেক্ষাধীন ঋণ কেইস সংখ্যা ৭০৭টি । উল্লেখ্য, এসময়কালে বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে ২৫৭টি ঋণের আবেদন বাতিল করা হয়েছে মর্মেও পর্ষদকে জানানো হয়। তথ্যমতে, এ সময়কালে ২৩৮ কোটি টাকা বিতরণ বা বিতরণের জন্য অপেক্ষাধীন ছিল। কর্পোরেশনের ঋণের বকেয়া আদায় এবং এতদ্সংশ্লিষ্ট মোট মামলা ৯০২টি।

পর্ষদের এ সভায় বিএইচবিএফসি'র সার্বিক ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে আরো গতিশীলতা, সাফল্য ও অর্জন ত্বরান্বিত করার জন্য পর্ষদের পক্ষথেকে নির্দেশনা দেয়া হয়।

সম্পাদক মন্ডলী ঃ **ড. দৌলতুন্নাহার খানম,** মহাব্যবস্থাপক, মহাবিভাগ-১
মো. বদিউজ্জামান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

প্রকাশনা ঃ পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিএইচবিএফসি
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০
E-mail : bhbfc@bangla.net, web : www.bhbfc.gov.bd